Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/69	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Rajrajendra Chandra Jyotiprakash Press 7, Sibkrishna Dan Press
Author/ Editor:	Gobindrachandra Roy	Size:	10.5x17cm
		Condition:	Brittle
Title:	Gitikabita (3rd & 4th part)	Remarks:	

গীতিকবিতা।

তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ।

সুপ্রসিদ্ধ ভারতবিলাপ ও যমুনালহরী রচয়িতা
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায় বিরচিত।

শ্রীবাটী চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্যসভা হইতে
শ্রীরাজরাজেন্দ্র চন্দ্র-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত।

বৃন্দাবন মঞ্জরী।

রাগিণী বিরহিণী। *

নিরখি স্মৃতির পট কহরে শুনি।
গত কাহিনী সে বৃন্দাবন ও ॥ ধ্রু ॥

১

খোল সেই আলেখ কাল হরিয়া যারে।
থুইলেক সম্বরি ভূতে ও।
আঁকহ সে পূর্ণিমা পুনঃ এই অম্বরে
দীপ্তিল যাহা কোন কালে ও।

* হিন্দু স্থানে এই রাগিণীটি বিরৈণী অথবা লগ্নী নামে পরিচিতা, ইহাকে গাইবার সময় ঠিক্ যমুনালহরীর ধরণে গাইতে হইবে।

(চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্যসভা।)

২

বিছাও সে সম্পদ এ উজার প্রান্তরে।
পুঁচিয়া কুটীরের পাঁতি ও।
শুনাও সে মুরলী সুমধুর নূপুর
বাজিত যাহা দিবা রাতি ও।

৩

পরি তরুপল্লব শ্যাম বরণে যবে।
শোভিতে হই পট-লেখাও।
উজলি কালিন্দীর নীলনিভ শলিলে
খচি সৈকত তট-রেখা ও।

৪

হেম রজতনিভ রবি শশি কিরণে
দোলিয়া নিশিদিন বাতে ও।
নৃত্যিতে শিখিপাখে হইয়া বিচিত্রিত
হরি ভাবুকমন যাতে ও।

৫

সুখ সম্পদতলে প্রেম কলশে সদা
হইতে সুসিঞ্চিত যত্নে ও।
এবে সব কালের প্রতিকূল ঘটনা
কভুও না ভাবিতে স্বপ্নে ও।

৬

কভু কোন কোমল কর রুহপল্লব
ভূষিল তব তরু কুঞ্জে ও
দুলিল সসম্ভ্রমে সুমুখর কঙ্কণে
শঙ্কিয়া গুরুজন গঞ্জে ও।

৭

চুম্বিলে দিনমণি মধুসঙ্গমে তব
সুললিত মঞ্জরী জালে ও।
ধুইত বিয়োগিনী পুনঃ তা শশীতলে
ঢালি নয়নজল ধারে ও।

৮

ঝুন ঝুন ঘুঙঘুর রুনু রুনু নূপুরে
সুমধুর বেণুর গানে ও।
শুইতে বিদোলিয়া নিশিমলয়ানিলে
ভাসি প্রণয় সুখ স্বপ্নে ও।

৯

অই যত ভূভাগ তপ্ততপনে আজি
জ্বলিতেছে ঊষর বেশে ও।
কভু বরিষাগমে রোমাঞ্চিয়া তৃণে
হ'তো চলকায় গো মেষে ও।

১০

পরিয়া সুলোহিত কতমত অংশুক
বিচরিত গোপীরা পালে ও।
সবুজ সে ভূতলে বরিষায় তখনে
ইন্দ্র-গোপ-বধূ জালে ও।

১১

অই বনপ্রান্তে কতকত বৈরী
নিধনিল খেলিতে খেলাও।
চমকাই বিক্রমে তনুবল দর্পে
চালিল কর্ষণ-হালে ও।

১২

কভু অই জঙ্গলে নীলনভস তলে
নবঘন যাদব-কায়ে ও।
উজলি সুবরণে বিহরিত চঞ্চল
দামিনী বৃকভানু-বালা ও।

১৩

অই বন ভিতরে বিলোড়িত নূপুরে
মন্থিতো কৌমুদি-ক্ষীরোদ ও।
নাচিত কতকত গোপী-ময়ূরী
হেরিয়া যাদব-নীরদ ও।

১৪

নিতি নব কৌতুক দেখিতে রে বন!
সন্তরি আমোদ-সরসে ও।
গীতি ও নরতনে বংশীর সুস্বনে
হাসিতো দিনসম নিশি সে ও।

১৫

এই বন অন্তরে কোন দিন সে যুবা
নিনাদিল বাঁশরি ডালে ও।
হলো সুবিচঞ্চল ব্রজের কুমারী
শুনি সে রব কোন কালে ও।

১৬

তুলি সর মাখন যবে সেই রূপসী
আসিতো লই বহি মাথে ও।
হরি সব তার সে নিরখিত কৌতুক
কৃত্রিম চোর প্রভাতে ও।

১৭

নিবারিতে তার সে কুনীতি কুচেষ্টন
বাজিয়া কঙ্কণ তাড়নে ও।
বদন সরোরুহে সেই অলি লুণ্ঠন
ঢাকিত ব্যাকুল আঁচলে ও।

১৮

সুবিচল লোহিত ছলছল নয়নে
হই তবে পীড়িতা প্রেমে ও।
বিদলিয়া ঘুঙঘুর কুপিতা সে ললনা
ধাইত দ্রুত অই গ্রামে ও।

১৯

উঠি তবে হাসির রব এই গগণে
হাস্যে গলাইত পথিকে ও।
সুখে স্বাধীন অহ! ছিল সব যখনে
ভারতে সে কোন কালে ও।

২০

অহ! আজি কৈতব কৌতুক নবনব
প্রণয়-মহোৎসব-পর্ব্বে ও।
ঘটিত এ বনে যা লুকাইল সব তা
গ্রাসিল দীনতা সর্ব্বে ও।

২১

কই সে প্রিয়ালাপ যার শত সংগীত
মোহিছে মানব-মানস ও।
অর্চ্চিছে কতজন প্রীতি কুসুমে যার
নিধুবন চূর্ণাবশেষে ও।

২২

কই সে কুতূহল কল্লোল কলকলি
ঘোষিতো যা অই তীরে ও।
কই সেই আনন কমল প্রফুল্লিত
ভাসিতো যত অই নীরে ও।

২৩

কইবা সে শ্যামল জলধর কালিয়া
হইলে ক্ষণৈক যে ছাড়াও।
প্লাবিতো দশদিশি বিরহ তুফানে
বরষিয়া নয়নে ধারা ও।

২৪

সময় সুদারুণ গ্রাসিল যত সব
লোপিল সুখরব সে সব ও।
নর্ত্তন বাদন কুঞ্জ নিকুঞ্জে
উড়িগেল হা! বংশী সহ ও।

২৫

অই যে ও পার্শ্বে দীপ্তিছে মথুরা
সুধবল শেখর জালে ও।
কম্পিল কোন দিন মগধ পরাক্রমে
জরাসন্ধ ভুজতালে ও।

১৮

সুবিচল লোহিত ছলছল নয়নে
হই তবে পীড়িতা প্রেমে ও।
বিদলিয়া ঘুঙঘুর কুপিতা সে ললনা
ধাইত দ্রুত অই গ্রামে ও।

১৯

উঠি তবে হাসির রব এই গগণে
হাস্তে গলাইত পথিকে ও।
সুখে স্বাধীন অহ! ছিল সব যখনে
ভারতে সে কোন কালে ও।

২০

অহ! আজি কৈতব কৌতুক নবনব
প্রণয়-মহোৎসব-পর্ব্বে ও।
ঘটিত এ বনে যা লুকাইল সব তা
গ্রাসিল দীনতা সর্ব্বে ও।

২১

কই সে প্রিয়ালাপ যার শত সংগীত
মোহিছে মানব-মানস ও।
অর্চ্চিছে কতজন প্রীতি কুসুমে যার
নিধুবন চূর্ণাবশেষে ও।

২২

কই সে কুতূহল কল্লোল কলকলি
ঘোষিতো যা অই তীরে ও।
কই সেই আনন কমল প্রফুল্লিত
ভাসিতো যত অই নীরে ও।

২৩

কইবা সে শ্যামল জলধর কালিয়া
হইলে ক্ষণৈক যে ছাড়াও।
প্লাবিতো দশদিশি বিরহ তুফানে
বরষিয়া নয়নে ধারা ও।

২৪

সময় সুদারুণ গ্রাসিল যত সব
লোপিল সুখরব সে সব ও।
নর্ত্তন বাদন কুঞ্জ নিকুঞ্জে
উড়িগেল হা! বংশী সহ ও।

২৫

অই যে ও পার্শ্বে দীপ্তিছে মথুরা
সুধবল শেখর জালে ও।
কম্পিল কোন দিন মগধ পরাক্রমে
জরাসন্ধ ভুজতালে ও।

২৬

সচকিত অন্তরে লুকাইল যাদব
দ্বারকা সাগর ধারে ও।
স্মরিসে বৃহদ্রথে বিষম আতঙ্কে
ভারতে সে কোন কালে ও।

২৭

নিরখিল কত এ নগর সুপ্রাচীন
কংশের পতন বিশালে ও।
শুনিল বিগর্জ্জিতে বল চতুরঙ্গে
ভারতে সে কোন কালে ও।

২৮

পরশনে তর্জ্জিয়া উঠিত ও গাত্রে
কভু কালিয় কোন তেজে ও।
দংশিতে অরিকুল প্রতিহিংসা বিষে
ভারতে সে কোন কালে ও।

২৯

নৃত্যিল এ দেশ যখন সুসজ্জিয়া
গ্রীসের প্রণয়োপহারে ও।
দীপ্তিল চৌদিক ফুল্ল মনোহর।
গ্রীকরমণি মুখ জালে ও।

৩০

হয়তো তখন এ নগর পুরাতন
বসি নিজ গৌরব মঞ্চে ও।
পুলকিল সে সনে পরশি সে হিল্লোল
ভারতে সে কোন কালে ও।

৩১

অই যে ও প্রস্তর পড়ি পথ ধারে
প্রকটিছে জীর্ণ শরীরে ও।
সুন্দর অঙ্গুলি সঙ্কেত শিল্পে
তুলি শত সংশয় জালে ও॥

৩২

হয়ত কখন বা বসি কোন মঞ্চে
এরে কোন সৌধ কপালে ও।
বিখচিল চিত্রে সুচতুর শিল্পী
ভারতে সে কোন কালে ও।

৩৩

নিরখিল কভু এ হিয়ুন্থজাঙে * আহা!
যত মঠ মন্দির হারে ও।
বিহারে বিহারে বুদ্ধ পদাঙ্কে
অর্চ্চিতে সে কোন কালে ও।

* চৈনীয় পরিব্রাজক।

৩৪

নিরখিল কত এ সব সে সুখোৎসবে
ভূতের অঙ্গন-পার্শ্বে ও।
নিজ পর দেশের প্রাচীন নূতনে
সঙ্গম সে কোন কালে ও।

৩৫

কতই নিদর্শন নিরখি সদা
যত ভস্ম রজে পথ ঘাটে ও।
পীড়িছে অন্তর কাতর পরশে
স্মরি যত কাহিনী মালা ও।

৩৬

অই এর বক্ষে পুঞ্জে পুঞ্জে কত
তিরোহিত কীর্ত্তির মাটী ও।
স্বরূপ অজানিত সময় অনির্ণীত
উপন্যাস শতে ছাদিত ও।

৩৭

পরিচয় লোভে কতকত মানুষ
ঘাঁটীল নিরখ খনিত্রে ও।
নিষ্কাশিল যত ইষ্টক খণ্ড
শত শত মুদ্রা মূরতি ও।

৩৮

রহিল ছড়াইয়া অই চারি ধারে
গৃহপঞ্জরগত চূর্ণকে ও।
শত শত অব্দের যতন পরিশ্রম
সম্পদ মনোগত বাঞ্ছা ও।

৩৯

বিরহিত আকৃতি বরণ বিভূষণ
নাম লক্ষ যত সঙ্গীয় ও।
প্রক্ষালিত সব কাল তরঙ্গে
প্রভু সেবক সহ শিল্পী ও।

৪০

নাই কোন লক্ষণ করিতে বিনিশ্চয়
বিহরিছে সবে গোমায়ু ও।
কণ্টক গুল্মে শুষ্ক তৃণাঙ্কুরে
বাজিছে স্বন্ স্বন্ বায়ু ও।

৪১

ছিল কোন গড়নে যে দিন এ সব
অন্তরে খেলিত জীবন ও।
স্পন্দিতো হৃদি এর সুখ সংগীতে
উৎসব বাদন নর্ত্তনে ও।

৪২

ব্যাপীয়া সম্পদে অই পথ গগণে
তৃপ্তিতো পথিজন চিত্তে ও।
মোহিতো লোচন কত মুখ পঙ্কজে
ফুটিয়া এর বাতায়নে ও।

৪৩

নর্ত্তিতো আলোক কতশত রঙ্গে
এর গত লুপ্ত কপালে ও।
ধাইত প্রতিরব দেশে বিদেশে
লই যত গৌরব-গীতে ও।

৪৪

ছিল যে সব অহ! কোন দিন সত্য
হলো কল্পিতে আজি কালে ও।
যত অভিলেখন প্রস্তর-কায়ে
উড়ি গেল রেনুকা জালে ও।

৪৫

নিরখিলে তুমি কি কভুও রে বন!
যাদব-চির সুখ-সঙ্গী ও।
মর্দ্দিল পীড়নে যবে অই মথুরা
গজনি-অধীশ-কৃপাণে ও।

৪৬

বিষম ভয়ানক সে দিন বারতা।
শিহরে অঙ্গ যা স্মরণে ও।
নির্জন করিয়া জনতা প্রবাহে
স্নাপিল অসিশত রক্তে ও।

৪৭

'বিজন্' 'বিজন্' এই যবনের ভাষা
কাট কাট রব ঘোষিতে ও।
ব্যাপিল চৌদিক মিসি সেই ভীষণ
ঝন ঝন খড়্গ নিনাদে ও।

৪৮

ধবল সৌধত যত রঞ্জিল রুধিরে
লুণ্ঠিল তাবত সম্পদ ও।
পথগলি প্রাঙ্গন অই নীল যমুনা
নাইল কলকল লোহিত ও।

৪৯

বর্ষিল নরশির সেই তরবারে
বর্ষে যথা ঘন উপলে ও!
অই তব পার্শ্বে ও পুরি মধ্যে
সে ঝড় দুর্দ্দিন প্রবলে ও॥

৫০

অহ! হই বিস্মৃত সে শত ঘটনা
গত সেই দিবস-প্রসঙ্গে ও
নিয়তি নিবন্ধনে বহিছ উপস্থিত
সুখ দুখ হিল্লোল সঙ্গে ও ॥

৫১

কভু আমোদবন কভু রণভূমি
কভু কারু মৃগয়াবাটী ও।
হই এবে তীরথ ক্ষয়িছ অধর্ম্মে
জীবনে বহুরূপ নাটী ও ॥

বারাণসী।

১

ভারতের শেষ লক্ষ্য তুমি পুণ্য ভূমি,
বারাণসি! পাপী তাপী জরার আশ্রয়;
পেতে শান্তি তব ক্রোড়ে দিক-দেশ ভ্রমি,
ক্লান্ত জীব মৃত্যু মুখে আসি পায় লয়।

২

কে জানে বয়স তব কত কাল ধরি,
উন্নত আসনে বসি মহিষীর প্রায়;
শাসিতেছ আর্য্য-ধর্ম্ম একায়ত্ত করি,
মন্দির মুকুটে পরি সুবর্ণ মাথায়।

৩

এত যে প্রাচীনা তবু লাবণ্যের রেখা;
রহিয়াছে গাত্র পটে আজিও উজ্জল;
না জানি ছিল যে কালে যৌবনের দেখা,
দেখিয়া ভারত হতো কেমন বিহ্বল।

৪

সমান বয়সি তব সহচরীগণ,
হীনশ্রী বিভগ্ন কত আজি এ ভূতলে;
তোমার অনন্ত গত মহিমা তপন,
অদ্যাপি মধ্যাহ্ন পথে খেলে কুতূহলে।

৫

তোমার পশ্চাতে কত নগর নগরী,
জন্মিয়া বিলুপ্ত হলো অবনী ভিতরে,
তুমি যেই সেই আছ দেব-কল্প-পুরী,
পরিপূর্ণ ধনরত্ন বিপণি আলয়ে।

৬

রুদ্ররূপী হিমশির নিঃসৃতা তটিনী,
দ্রুততোয়া ভাগীরথী বহে পদতলে,
ভারতের দুষ্করম দুঃখ সংবাহিনী,
ভাবিয়া আজিও যারে পূজিছে সকলে।

৭

কত শত পরকাল সুখে অভিলাষী,
তোমার শরীরে পেয়ে তিলতুল্য স্থান;
প্রকাশি কত যে তোমা কৃতজ্ঞতারাশি,
গাঁথিয়াছে ঘাট ছলে মুক্তির সোপান।

৮

সহস্র বিরুদ্ধ মত আসি এক স্থানে,
অভিন্ন দৃষ্টিতে তব তুঙ্গ তটতলে;
নির্ব্বিরোধে নিজ নিজ ইষ্ট ভাবি মনে,
ভাসিছে পায়ের তব রজ-ধৌত জলে!

৯

ফলতঃ গভীর তব পবিত্র দর্শন,
কহ বহু কথা আর্য্য সন্ততি হৃদয়ে;
শঙ্কর গৌতম ব্যাস মানস কর্ষণ,
করিল তোমার জ্ঞান-লাঙ্গল সহায়ে।

১০

ভারতের পুরাবৃত্তে অভিজ্ঞান তুমি,
পুণ্যপুরি! কত জাতি মন্থিল তোমারে;
বীরভক্তি শান্ত আদি বহুরস ভূমি,
বহুরূপ চিহ্ন শেষ পরেছ আকারে।

১১

যেখানে যে আর্য্যসুত কৃতী পুণ্যবান,
জন্মিয়াছে ইচ্ছিয়াছে তব অঙ্কে বাস,
ভূষিয়াছে বক্ষঃ তব সুপুত্র সমান,
মন্দির মালায় গাঁথি বিচিত্র বিন্যাস।

১২

তুমিও জননী সমা হে পুণ্য নগরি!
তাহাদের ভস্মশেষ লেপিয়া শরীরে,
বসিয়াছ যোগে যেন যোগ-বেশ পরি,
সন্তান কৈবল্য হেতু ভাগীরথী তীরে।

১৩

ভারতের গর্ব্ব যত আর্য্য-কুল-মণি,
একে একে আজি সব হয়েছে নির্ব্বাণ,
আঁধার তোমার কণ্ঠ আজিগো পাবনি;
দেখাইছ রূপ যেন শোকে ম্রিয়মাণ।

১৪

উন্নতি পতনশীল সময় সাগরে,
উঠে পরে জীব যেন তরঙ্গ নিচয় ;
যায় যে দিবস আসে যদিচ না পরে,
কিন্তু রবি হয় নিত্য নূতন উদয় ।

১৫

আশ্চর্য্য শাসন তব এত মত ভেদ,
কাহারো প্রভেদ দৃষ্টি দেখিনা তোমাতে ;
করি আশা কত শত তব মূলচ্ছেদ,
আক্রমিল না হইল কৃত কার্য্য তাতে ।

১৬

দুরাত্মা আরঙ্গজীব ক্রূর ধর্ম্মদ্বেষী,
করিতে সংহার তব ধর্ম্ম যে সময় ;
বামেতে কোরাণ ধরি দক্ষিণেতে অসি,
আসিল বিকট বেশে চাপিয়া হৃদয় ।

১৭

অনাথা সে কালে তুমি বৃদ্ধ জরাতুরা,
ব্যভিচারে পুত্রগণ তব ক্ষীণ বল,
সম্মুখে থাকিতে কেহ না পারিল তারা,
লইল শরণ সবে শেষ অসিতল ।

১৮

ফেলিল মন্দির যত চূর্ণ চূর্ণ করি,
স্থাপিল মসজিদ তথা সদা পাপমতি ;
আজি হতে আর্য্য-ধর্ম্ম গেল মনে করি,
করিল কুৎসিত রীতি কত তোমা প্রতি ।

১৯

অবোধ বর্ব্বর জাতি ইহা না বুঝিল,
বলে কি উন্মূলে কভু যার মূল মনে ,
বিনাশ চেষ্টায় শিরে যত আঘাতিল,
ধর্ম্ম মূল মনে তত বসিল যতনে ।

২০

এত ঝড় বহিল না টলিল আসন,
অব্যয় ভাবেতে সেই মান্ধাতা হইতে ;
রাখিয়াছ পদানত যত আর্য্যগণ,
জটিল কৌশল তব কে পারে বুঝিতে ।

২১

শঙ্করের শিক্ষা শাক্য সিংহের বিপ্লব,
গৌতমের ন্যায়-রণ সাংখ্যের দর্শন ;
যাহার প্রাচীর চারি অরি পরাভব,
কেমনে বর্ব্বর বুদ্ধি করে প্রবেশন ? (লঙ্ঘন ?)

২২

একেশ্বর অনীশ্বর ত্রিশ কোটীশ্বর,
যে গৃহের মূল শির শরীর গাঁথনী ;
পুরাণ প্রসঙ্গ যার বাহিরের স্তর !
কোথায় প্রবেশ যাতে ন্যায়ের বাঁটুনী।

২৩

দেখে বাহ্য দর্শী তোমা তাচ্ছল্য অন্তরে,
প্রবেশ না করে নিম্নে নিগূঢ় পত্তনে ;
দেখিয়া আপাদ শির রচিত পাথরে,
ভাবেনা পাথর ছাড়ি উচ্চ ভাব মনে।

২৪

অঙ্কুরিল ধর্ম্ম বীজ যত এ জগতে,
এদেহ পাষাণ তলে নিহিত সে মূল ;
চাপিল সে স্থান আজি পুত্তল পর্ব্বতে,
দৃষ্টিরোধি আঁধারিল শত ভ্রান্তি ভূল।

২৫

আছে কি কোথাও হেন ধর্ম্ম বর্ত্তমান,
নাই যার পাণ্ডুলিপি তব দেহাগারে ?
নিবারিতে ধর্ম্ম তৃষ্ণা তোমার সন্তান,
কেন তবে তোমা ছাড়ি যায় পরদ্বারে ?

২৬

কই সে চিন্তক দল যারা তব তীরে,
আশ্রিয়া করিল কত বিপ্লব ধরায় !
প্রকাশিল ধর্ম্ম বীর কত এ শরীরে,
অহো আজি ! সে সব যে স্বপনের প্রায়।

২৭

জন্মিবে কি কেহ আর এ জীর্ণ শরীরে ?
গভীর সমর্থ কোন চিন্তক বিশাল ?
ঘুচাইতে জ্ঞান বলে তব ওই শিরে ?
সুদীর্ঘ কালের যত সঞ্চিত জঞ্জাল ?

২৮

আছে কি সে আশা পুন উঠিবে জাগিয়া ?
ত্যজিয়া এ মহা ঘোর অজ্ঞান শয়ন !
উঠিবে কি এ শ্মশান প্রাণে সঞ্চারিয়া !
মর্দ্দিতে চৌদিক পদে শব্দিয়া ভুবন ?

২৯

পুন কি তাতার, চীন, তিব্বত মিলিবে ?
কাবুল কান্ধার নিয়া আসিবে পূজিতে ?
ইউরোপ, আমেরিকা, মস্তকে নমিবে ?
ফিরি কোন পদ চিহ্ন আসিবে খুঁজিতে ?

৩০

ভূত বর্ত্তমান দুই তরঙ্গ মাঝারে,
আছে যে সুনীচ দেশ আজি তুমি তায়,
পড়িয়া আশ্রয় শূন্য কালের পাথারে,
খেলিতেছ প্রাণপণে হাবু ডুবু হায় !

৩১

থাক ভাস কাল স্রোতে আশারে ধরিয়া,
ভাসে যথা অনুপায় নরের জীবন,
আসে যদি কেহ কভু আবার ফিরিয়া,
তুলি ঘুচাইবে এই দুঃখের পতন ?

বঙ্গীয় ভ্রমর।

তুমি কিলো সখি ! এই সরসীর নলিনী ?
শৈবলে তরুর ছায়ে, আধ আধ ঢাকা গায়ে,
দেখিতে হাসিলে হাসি, দিবসের সে মণি।
এলঘু পালকানীলে, কাঁপিয়া পড়িতে টলে,
মরালিনী কণ্ঠভরে, র'তে সে তুমি ধনি ?
ধরেছ কি রূপে হায় ! চিনিতে যে পারিনি ॥

১

ভেসে ভেসে এতদিন কোথা সখি ! গিছিলে ?
কি আশে লবণনীর সাগরে সাতারিলে ?
সোণার পরাগ মুচি, কি তাপ খড়ির কুচি,

অহো ! ও সরোস মুখে সরোজিনী মাখিলে ?
কি বিবেকে নলিনী ! এ বিদেশিনী সাজিলে ?

২

কেনে ধনি ! মনে এ বিরাগ রাগ করিলে ?
তোমার সে মনোহারী, হরিত শৈবল শাড়ী,
কি দোষেতে বল তারে, ছিঁড়ি মিড়ি ফেলিলে ?
মেখেছ সৌরভ কার; চেনাযে তোমায় ভার,
আপনা সুরভি সখি ! কোন জলে ধুইলে ?
কি বিবেকে নলিনী, এ বিদেশিনী সাজিলে ?

৩

কার মন্ত্রে সখি এ কঠোর তপ তপিলে ?
আপন ভূষণ বাসে, বিসরজি পরবাসে,
কি পিপাসে অবশেষে, হিমকুণ্ডে ডুবিলে ?
সুমধুর কণ্ঠকুপ আহা ! আজি কি বিরূপ,
ওকি রস সুনীরস, পররসে পুরিলে ?
কি বিবেকে নলিনী ! এ বিদেশিনী সাজিলে !

৪

কি ভেবে স্বভাবে পরিবর্ত্তন করিলে ?
কই সেই হাব হাসি, স্বাভাবিক লীলারাশি,
সকলি যে পরদেশী, পাঠশালে শিখিলে।
বিলাতী পতঙ্গগণ, ভুলাবে করিলে পণ,

আমাদের মন পানে, ফিরেও না চাহিলে,
কি বিবেকে নলিনী, এ বিদেশিনী সাজিলে ?

৫

আমরা যে স্বদেশী লো আমাদের চিন কি ?
মাখিয়া বরফ গায়ে, শীতল হয়েছে হায় !
গলায় কটিতে কত, বেঁধেছো কি জানি কি।
আমরা যে কালোময়, কাছে যেতে হয় ভয়,
মুখেতে এখনও সেই গুন্ গুন্ সাবেকি।
আমাদের ভাষা সখী, ভুলিনে তো বুঝি কি ॥

৬

বল বল সখি ! থাকি, বিদেশে কি দেখিলে ?
সেক্ষার সাগর পারে, তুষারে সরসী ধারে,
ফুটে যে কুসুম রাশি, সে কিলো এ সলিলে।
ভাষিতে প্রয়াসে মন, ধূয়ে ফেলিয়া আপন।
কভু এ শেওলা বনে, তোমা সনে বা দলে।
যদি নহে তুমি কেনে, তার হিমে ডুবিলে ॥

৭

আহা ! আজি কি বলিয়া সখীগণে তুষিবে ?
তোমার এ সাজে ধনি ! ভাবে সখী কুমুদিনী,
কিসে তার পানা বনে, তোমা সনে বসিবে।
বেতর পোসাক ঘটা হাতেতে ছুরিও কাঁটা !
প্রাণ ভয়ে আশা পাশে, মাছি না ঘেঁসিবে।
তোমা সনে এ পুকুরে কেউ যেনা মিসিবে ! ।

চতুর্থ ভাগ।

জীবন সরোবর।

জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয় !
দেখি বাল ভানু তলে,
রাঙা সরসীর জলে,
ভাবিনু বেলায় আরো হবে শোভাময়।
শান্তি সমীরণ ভরে,
খেলিবে এ সরোবরে,
ফুল্ল হয়ে মনোরথ কলিকা নিশ্চয় ॥
ভাবিলাম আরো কত,
সৌভাগ্য কুসুম শত
ফুটিবে, বহিবে সদা সুখের মলয়।
কি ভাবিতে কি হইল,
মেঘে সব আবরিল,
ঝড়ে ঝড়ে সারা দিন হইলেক ক্ষয় ॥
জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয় !

আমাদের মন পানে, ফিরেও না চাহিলে,
কি বিবেকে নলিনী, এ বিদেশিনী সাজিলে ?

৫

আমরা যে স্বদেশী লো আমাদের চিন কি ?
মাখিয়া বরফ গায়ে, শীতল হয়েছে হায় !
গলায় কটিতে কত, বেঁধেছো কি জানি কি।
আমরা যে কালোময়, কাছে যেতে হয় ভয়,
মুখেতে এখনও সেই গুন্ গুন্ সাবেকি।
আমাদের ভাষা সখী, ভুলিনে তো বুঝি কি ॥

৬

বল বল সখি ! থাকি, বিদেশে কি দেখিলে ?
সেক্ষার সাগর পারে, তুষারে সরসী ধারে,
ফুটে যে কুসুম রাশি, সে কিলো এ সলিলে।
ভাষিতে প্রয়াসে মন, ধূয়ে ফেলিয়া আপন।
কভু এ শেওলা বনে, তোমা সনে বা দলে।
যদি নহে তুমি কেনে, তার হিমে ডুবিলে ॥

৭

আহা ! আজি কি বলিয়া সখীগণে ভুষিবে ?
তোমার এ সাজে ধনি ! ভাবে সখী কুমুদিনী,
কিসে তার পানা বনে, তোমা সনে বসিবে।
বেতর পোসাক ঘটা হাতেতে ছুরিও কাঁটা !
প্রাণ ভয়ে আশা পাশে, মাছি না ঘেঁসিবে।
তোমা সনে এ পুকুরে কেউ যেনা মিসিবে ! ।

চতুর্থ ভাগ।

জীবন সরোবর।

জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয় !
দেখি বাল ভানু তলে,
রাঙা সরসীর জলে,
ভাবিনু বেলায় আরো হবে শোভাময়।
শান্তি সমীরণ ভরে,
খেলিবে এ সরোবরে,
ফুল্ল হয়ে মনোরথ কলিকা নিশ্চয় ॥
ভাবিলাম আরো কত,
সৌভাগ্য কুসুম শত
ফুটিবে, বহিবে সদা সুখের মলয়।
কি ভাবিতে কি হইল,
মেঘে সব আবরিল,
ঝড়ে ঝড়ে সারা দিন হইলেক ক্ষয় ॥
জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয় !

২

দেখি সরঃ সন্নিধানে,
সরস যৌবন বনে,
সুন্দর সতেজ বৃত্তি-তরু সমুদয়।
ভাবিনু অচির কালে,
ইহাদের ডালে ডালে,
ফলিবে মুকুলে ফলে শত অভ্যুদয়॥
আশ্রিত আশার লতা,
ভাবিতে মেলিল পাতা,
ছাইল তখনি সব করি ছায়াময়।
রোগ শোক কীট তারে,
দিল সব ছারে খারে,
ঘটনা তুফানে পড়ি বাকি হলো লয়॥
জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয়!

৩

ইহার লাবণ্য জলে,
সৌন্দর্য্য শৈবাল দলে,
ভাবিলাম মরালিনী হইয়ে উদয়।

প্রণয় শম্বুক আশে,
যে কালে হৃদয়াকাশে
ভাসিবে, জুড়াবে তনু পরশে নিশ্চয়॥
হাব ভাব লীলারঙ্গে,
নাচিবে সুখ তরঙ্গে,
জানিব না স্বপনেও দুঃখ কারে কয়।
মিলন সাগর পার,
দেখা মাত্র হতে তার,
বাঁধিল কিরাতকাল জালে অসময়॥
জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয়!

৪

বহি যত্নে চঞ্চুপুটে,
শুষ্ক তৃণ পত্র কুটে,
বাঁধিলাম নীড় তীরে তরুর আশ্রয়।
আবাস আকাশ কবে,
শাবক কাকলী রবে,
ভরিবে সদাই এই আশা অতিশয়॥
উড়িবে আপন ভরে,
সুখের জীবন সরে,
দেখিব কোটরে বসি আনন্দে উভয়।

আশা ই হইল সার,
পাখা না ফুটিতে তার,
বাতাসে উলটি ডাল সব কৈল লয় ॥
জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয় !

৫

নির্ম্মল আকাশ তলে,
সুখে সহচর দলে,
খেলিতেছিলাম ভরা উৎসাহে হৃদয়।
কখন ভাবনা ছলে,
ভাবি নাই প্রতিকূলে,
হাসির প্রকাশে মুখ ছিল জ্যোৎস্নাময় ॥
ক্রমে যত হলো বেলা,
সঙ্গীরা ছড়িল খেলা,
চলি গেল রাখি সবে শূন্য জলাশয়।
লুকালো সুন্দর শোভা,
নির্ম্মল আকাশ প্রভা,
ভাবনাতপনে সর আজি মরুময় ॥
জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয় !

৬

দেখিনু মক্ষিকাগণে,
বানাইতে প্রাণ পণে,
সারাদিন পরিশ্রমে মধুক্রম চয়।
ভাবিনু এ কালে কালে,
গড়িয়া মধুখতালে,
ভরিবে মধুতে গৃহগর্ত্ত সমুদয় ॥
আসিবে শিশির যবে,
ইহার আশ্রয়ে তবে,
কাটাইবে সকলে সে দুঃখের সময়।
হায় কি দেখিনু পরে,
বাসা ভাঙ্গি নেয় পরে,
পরের কারণে হয় যা কিছু সঞ্চয় ॥
জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয় !

৭

মনে বহু সাধ করে,
করিলাম সরোবরে,
কুমুদ কহ্লার ভৃঙ্গ পঙ্কজ আলয়।
পোষিনু মরালগণে,

চক্রবাক বধূসনে,
করিতে সরসীতট চির শোভাময় ॥
যতন করিতে সব,
মিলিল আসি বিভব,
কিন্তু কি কহিব দুঃখ কহিবার নয়।
নিশির সঙ্গিনী যারা,
দিবস না দেখে তারা,
দিবসরঞ্জক নিশা-মুখে নাহি রয় ॥
জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয়!

৮

আশার আকাশে চড়ে,
ভাবি কভু এই সরে,
যদিও জীবন নীর ক্ষীণ অতিশয়।
হতে পারে কোন দিন,
ইহার এ শোভাহীন-
শূন্য শুষ্ক বৃন্তচয় গুণ গুণ ময় ॥
এ শীর্ণ মৃণাল ডালে,
হতে পারে কোন কালে,
পুন নব মনোবৃত্তি পলাশ উদয়।
মন সদা এই ভাবে,

দিবা নিশি ভেবে ভেবে,
হলো স্থূল আশা-নভঃ-কৌতুকনিলয় ॥
জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয়!

অদৃষ্ট।

ঘটনার চক্রে চড়ি অনির্দ্দিষ্ট পথে
ভ্রম সদা রে অদৃষ্ট! পৃথিবী শাসিয়া
কেহ তব স্বরূপ না জানিল জগতে
অব্যক্ত অথচ ব্যাপ্ত বিশ্বেতব ক্রিয়া ॥

১

সাধারণ নর দেখে সাকার তোমারে
দৈনিক ব্যাপার তারা সমর্পে তোমায়
চিন্তক মস্তিষ্ক চালি নাপেয়ে বিচারে
অস্বীকার করে তোমা খকুস্থম প্রায় ॥

২

ধাত্রী কোলে অসহায়ে ছিলাম যেকালে
তোমার প্রসঙ্গ শুনি তার মুখে আগে
তুমি নাকি জনমের ছয় দিন গেলে
লিখে কি রাখিয়া যাও ললাট বিভাগে ॥

৩

অস্থিগত দেবা ক্ষরে জটীল ভাষায়
লিখ নাকি লৌহ অস্ত্রে নর শিশু ভালে
প্রবেশি সূতিকাগার গভীর নিদ্রায়
অচেতন লোক যবে ঘোর নিশাকালে ॥

৪

থাকে নাকি সেই নিশি সেই গৃহ দ্বারে
আঁচলে পাতিয়া তনু জননী ধরায়
সন্তানের শুভাশুভ কথা শুনিবারে
দুর্জ্ঞেয় তোমার সেই নিগূঢ় ভাষায় ॥

৫

এত যে আগ্রহে মাতা দরশন আসে,
থাকে তব পথে পড়ি দুয়ারে জাগিয়া
তবুত না পায় দেখা কোন পথে এসে
যাও লিখে শিশুভালে কোন পথ দিয়া ॥

৬

কুটিল তোমার পথ অদৃষ্ট ! অদৃষ্ট
দুরায়ত্ত ভাষা মর্ত্ত্যে পাঠক অভাব
অলক্ষিতে থাকি নরে প্রের ইষ্টানিষ্ট
প্রভাবে বিচর সদা লুকিয়ে স্বভাব ॥

৭

কোথাবা রূপকে কোথা শব্দে বিদ্যমান,
সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালে অস্তিত্ব তোমার
মানুক বা না মানুক দর্শন বিজ্ঞান।
আমি তোমা উদ্দেশে করিহে নমস্কার

৮

তব গতি গ্রহ পথে জ্যোতিষ মণ্ডলে
অন্বেষে গণক গণি গাত্র রেখা সবে
পাতে কর্ণ লগ্না চার্য্য বসিয়া বিরলে
শুনিতে তোমার ভাষা কাক জেঠী রবে

৯

সময় সমুদ্রে তব চক্র বিলোড়নে
উঠে যে তরঙ্গ নর তাহার সহায়ে
উঠি পড়ি ঘুরি ফিরি এখানে ওখানে
রয় কর্ম্ম সূত্রে বদ্ধ তোমার ওপায়ে

১০

আশা পোতে চড়ি যবে উদ্যম ক্ষেপণী
নিক্ষেপে নৃবর তুলি উৎসাহের পালি
সেঁচি যত বাধাজল যতন সেঁচণী
পোত দেহে, রাখে স্থির একাগ্রত হালি

১১

চলে বটে কিছু কাল সুযোগ বাতাসে
অনুকুল স্রোতে শান্ত ভাবে তব বলে
কিন্তু যবে ঘটনার বাতাবর্ত্ত গ্রাসে
প্রবেশে আরোহী চূর্ণ হয়ে পড়ে জলে

১২

জিজ্ঞাস ও নাবিকেরে ভাসে যে কিনারে
বস্ত্র হীন বল হীন ভগ্ন কলেবর
জিজ্ঞাস পড়িয়া কোন ঘটনা সাগরে
হয়েছে এমনদশা মর্ম্ম ভেদ কর ॥

১৩

উত্তরে বলিবে সে যে তোমা নির্দ্দেশিয়া
সরল সহজ জ্ঞানে দেখাবে কপাল
না পেয়ে কারণ কোন ভাবিয়া চিন্তিয়া
বিসর্জ্জিবে তোমাতে সে সুখ দুখ কাল ॥

১৪

তব ক্রীড়া মানবের বুদ্ধির বাহির
শৃগালে মৃগেন্দ্রকর মৃগেন্দ্রে শৃগাল
মর্কটে পরাও চূড়া নরে অর্প চীর
কৌশলে জোটাও আনি মূষিকে বিড়াল

১৫

তোমার নিগূঢ় শক্তি যোগায় পিশাচে
উর্ব্বশী কপোল ইন্দ্রে অলক্ষ্মী প্রদানে
তোমার কৌমুদী কণা যার গৃহে নাচে
বিভেদ না থাকে কিছু তার গুণা গুণে

১৬

বাদল।

(সুরট মল্লার)।

আজি দেখ কামিনী সাজিল বাদল।
মেঘরাশি ঘন চিকুর বিলাসে,
চপলা চমকে হাসে রে।
ঘুনু ঘুনু রোলে, ঘুঙঘুর বোলে,
ঝমকে কঙ্কন করকারে।
সুরচিত বাসে, ভূষণ প্রকাশে,
শিখিকুলে যেন উপহাসে রে।
প্রণয় পিপাসে, মৃদু মধু ভাসে,
ধীরি ধীরি চাতক বোলে রে।
অঞ্চল পবনে, মন্থর গমনে,
বিরহী আঁখিপথে বরষে রে ॥

(সন্ধ্যা) (গৌরী)।

আইল গোধুলী অই, ছাড়ি ভানু সহবাসে।
কপালে তারার বিন্দু, শোভে শশি লেখা পাশে ॥ ধ্রু
রবির চুম্বন রাঙ্গা, রয়েছে কপোলে লাগা,
খেলিতেছে কতরঙ্গ, দিগন্ত অধর হাসে ॥ ১
উদয়ে বিধুর রেখা, ধেয়ে নিশি দিল দেখা,
মিলি সন্ধ্যা সখিগলে, উভে চাঁদমুখে ভাষে ॥ ২

(রাগিনী ঝিঝিট)

নূতন যতবার দেখি, ও মুখ রূপরাশী।
নামিটে প্রাণের সাধ, পিয়ে তবু পিপাসী ॥ ধ্রু
মনের এই বাসনা, করি সদা উপাসনা,
পরায়ে প্রণয় ফুলে, মিলন শ্রোতে ভাসি ॥

(রাগিনী যোগিয়া)

অভিমান মেঘে ভাল, শোভিয়াছে মুখ শশি।
আকুল আঁখি যুগলে, আতট সলিল রাশি ॥ ধ্রু
নিশ্বাসেতে থর থর, বহিছে প্রলয় ঝড়,
অধর বাঁধুলী মরি!, প্রবাহে খেলিছে ভাসি ॥

কাফী।

উদাস খেলে আজি প্রকৃতি আবাসে।
উচাটন মন ভাল বাসে না বাসে ॥ ধ্রু
আকুল দশদিশি, সুরভি বনবাতে,
জগত প্রমোদিত পুলকে।
কাননে কাননে, নির্জনতা সনে,
পাখিকুল মৃদু মধু ভাষে ॥

কাফী।

বিহরে মলয় দেখ মুকুলে মুকুলে।
প্রয়াশে যুবক অলি অনুরাগ ফুলে। ধ্রু
মাতিল যত সবে, মধুঋতু উৎসবে,
আঁখি জলে ভাসে কেহ বিরলে।
যত কুল কামিনী, পতির সোহাগিনী,
মানিনী সহজ দুকূলে ॥

কাফী।

কেনে রে বসন্ত এলি পুন ভারতে।
ফুটিবে কি যৌবন এ নীরস তরুতে ॥ ধ্রু
আছে কিরে সেই, সুখের কোলাহল,
লোক উন্মাদ হতো যাহাতে।

নাই বনে সে সৌরভ, কোকিলে সে রব,
নীরব আজি সব ঘরেতে ॥

(পরজ বাহার)

কাহার উৎসবে আজি বনপুরে,
তরুরাজি, সাজিল নব সাজে,
ফুলে মুকুলে (রে) ॥ ধ্রু
সৌরভের ভার সহ, চলেছে ঐ গন্ধবহ,
ভ্রমর নূপুর গায় বিহগ নিচয় রে।
কাহার এ অনুরাগ, বর্ষিছে পরাগরাগ,
দোলিছে পুলক দোলে, সকল জগত রে ॥

(ইমন)

যায় রে বহিয়ে ঐ, প্রখর কালের স্রোতে,
জীবের জীবন বারি বর্ষ ঋতু আবর্ত্তনে ॥ ধ্রু
প্লাবিল ইন্দ্রিয়বন, দেখরে দাম্ভিকমন।
ডুবিল যৌবন মৃগ, উদ্যম কেশরী সনে ॥
মাতিয়া সংসার মদে, ডুবিলে অজ্ঞান হ্রদে,
পরেছ অভ্যাস বেড়ী, উঠিবে বল কেমনে॥
হায়! দেখকি করাল, উঠিল তুফান জাল,
ডুবাইতে একেকালে, যত সব এ জীবনে ॥

(লুম্-ঝি-ঝিট)

নিশি কি স্বপন মাঝে, আসি পোহালি ॥ (ধ্রু)

শশি তারার সনে, এ যে হাসিলি গগণে,
কোথা সে কুমুদী রাশি, প্রকাশি লুকালি ॥১॥
ঘুমের আঁধার ঘোরে, দেখালি কি চিত্র কোরে,
লুকালি কেনই বা তা, কাঁদাতে জাগালি ॥২॥
সে তোরে ছিল ভাল, যাছিল স্বপনে ছিল,
কেন তায় চপলা আঁখি, চ'কেরে ধাঁধালি ॥৩॥

(লক্ষ্ণৌ ঠুমরি)

যে গেল সে গেল, চিরজীবন তরে।
কভু আর কি আসিবে, তব সেদিন ফিরে ॥ (ধ্রু)
ভাসিত যে হাসি রাশি, মুখ সরসে সদা।
উড়াইল তারে আজি জীবন ঝড়ে ॥ ১ ॥
খেলিত সুখেরবনে, যে মনহরিণী তব।
জড় জড় সে যে নানা ভাবনা শরে ॥ ২ ॥
ধাইলে সরসী পানে, দে'খে যে কমল হবি।
মরীচিকা হলো সে যে যাতনা তরে ॥ ৩ ॥

তাজমহল প্রতি।

(লক্ষ্ণৌ ঠুমরি)

বল, বল, গৃহরাজ শুনি,
সেই ভারতভূত পুরাণকথা হে (ধ্রু)
যার সম্পদে, এ তনু শোভা তব।
সে জন শোভন গেল, আজি কোথায় হে ॥১॥
কোথায় সে গৌরব, যবনাধিরাজের।
লুঠিতো ভারত যেই, পাদধূলায় হে ॥ ২ ॥
কাঁপিত ভয়ে যথা, সদা ভূপতি গণ।
মথিছে চরণে দেখ, দীন তথায় হে ॥ ৩ ॥
চুম্বিতো মুখে যার, সুখ সম্পদ সদা।
কেনে সেই ভোগ সুখ, পাষাণে গাঁথা হে ॥৪॥
গাঁথে কি সবে শেষ, ধনে রতনে এই।
হায় যদি এই! কেনে, ঝগড়া বৃথা হে ॥ ৫ ॥
যাব নিশ্চয় যদি, কি এত সমারোহে।
প্রভেদ না রহে ধনী, দীন যথায় হে ॥ ৬ ॥
গেছে সকলি তার, মিটি আকাশে অই।
তুমি চিহ্ন রবে আর, কদিন হেথা হে ॥ ৭ ॥

(যাত্রার সুর)

উঠ্‌রে বাছা সকল ডাকেন ভারত মা দুখিনী ॥
আর কত শোবে উদয় দেখ্‌রে দিনমণি ॥ (ধ্রু)
তোদের গলার আভরণ, স্বাধীনতা ধন,
হরে নিল আমায় করে কাঙ্গালিনী ॥ ১ ॥
যখন ঘুমের আবেশে, ছিলি রে বিবশে,
আপ্‌না পর উদাসীন।
দেখে তোদেরে দুর্ব্বল, তস্কর সবল,
আমায় বলে হরে গেল অনাথিনী জানি ॥২॥
ছিল নীচু মাথায় যারা, আজি সবাই তারা,
উঁচু কথা কহে ডাকি।
কভু ঘৃণায় যাদের সনে, কই নাই কথা মানে,
আজি দাসী বেশে তাদের দ্বারে ভিখারিণী ॥
ও যার একটী ছেলে ঘরে, সেও অহঙ্কারে,
ফিরে লোকে গৌরব ক'রে।
হায়! আমি অভাগিনী, এতোটির জননী,
হলোকি পাপে এ দশা, আমারে না জানি ॥৪॥

(ললিতা গৌরী)

দুখের সময় চিরতো রয়না।
গ্রাসিলে নিশি কি দিবাই হয়না ॥ (ধ্রু)
অমার আঁধারে ঢাকিলে অবণী।
শশি যে উঠিবে আশা কি কয়না ॥ ১ ॥
ঘেরে যে তরণী তুফান সাগরে।
আর কি সে নায়ে সুবায়ু বয়না ॥ ২ ॥
গেছে যে গাছের তুষারে সকলি।
মলয় তার কি খবর লয় না ॥ ৩ ॥
আইলে আঁধারি বরিষা বাদলে।
ভরিয়া বছর সে তো ভিজোয় না ॥ ৪ ॥
সুদিন দুর্দ্দিন বিপদ সম্পদ।
অস্থির জগতে কিছু অক্ষয় না ॥ ৫ ॥
পলকে পলকে বরণে আকাশে।
বদলে চিরই এক সে রয়না ॥ ৬ ॥
শোয় যে কুসুম নিশির শিশিরে।
সেও কি নিদাঘে তপন সয়না ॥ ৭ ॥
বেঁধেছে এমন ঘরকে জগতে।
যে চালে ঝটিকা কখন বয়না ॥ ৮ ॥

অম্বল মধুরে রচিত সংসার।
বাছিয়া টকে রে মিঠা মিলয়না ॥ ৯ ॥

নিশীথ তারক।

(বেহাগ)

বল কতকাল ধরি।
কত শ' বছর ধরিবে তারকা! কত কোটি
যুগ ধরি।
নিবি নিবি ওথা জ্বলিছে গগণে, চ'কেরে
শীতল করি ॥ ধ্রু ॥
অতল আকাশে নাই যে পার।
কি ভরে কিদূরে আছ কৈ তার।
যেতে তব পাশে হইল আকুল।
হৃদয়ে মন সাঁতারি ॥
দেখিলা না জানি কত মন্বন্তর।
হতে কত কিছু পৃথিবী উপর।
না ছিল যখন ভূচর খেচর,
ভূপিঠে বাঁধিতে বাড়ী।
দেখিলা ঘটিতে কত কি শেষ,
ছাইতে মানুষে নগর দেশ,

উঠিল মজিল থরে থরে কত,
হাড়েতে রচিয়া খড়ি ॥ ১ ॥
নীরব নির্ধূল লভ নীলিমায়,
নির্ম্মল নিশির নিভৃতে সদায়,
কর দূরপথে বিচরিছে হায় !
আঁকে না গণিতে পারি ।
টাঙ্গিনু সংখ্যার অসংখ্য হার,
তবুনা পৌছিনু তোমার ধার,
অহ ! কিঁ অন্তরে তুমিহে আমার,
ভাবিয়া বিস্ময়ে মরি ॥ ২ ॥
তোমার তরল কোমল কিরণ,
করিয়া সর্গের সুধা বরিষণ,
তুলিছে টানিয়া পরশনে মন,
আর না রহিতে পারি ।
নিরমল তব ও নীল দেশ,
চায় উড়ি মন করে প্রবেশ,
ভাসি তোমা সনে তোমার গগণে,
এ দুখ সুখ পাসরি ॥ ৩ ॥
কতউচুই না তবাসন তোমার,
পড়েকত নীচু আমি নর ছার,

অফুরন্ত তব আলোর ভাণ্ডার,
আয়ু মম দিন চারি ।
অনন্ত তোমার আকাশ পথ,
সীমাবদ্ধ মম মনের রথ,
রোগ শোক যত আমারি পায়না
তোমায় ওপথে চড়ি ॥ ৪ ॥
আহা ! এ লোকের যত কলরব,
শকট কামান বাষ্পযান রব,
বিগ্রহ বিবাদ বিলাপাদি সব
মাটিই আশ্রয় তারি ।
যায় না ইহার কোন হিল্লোল,
উঠাইতে তব আকাশে রোল,
জাননা কত যে যাতনা মানুষে,
নাচায় পাগল করি ॥ ৫ ॥
কতমত তপ্ত জ্বালায় এ প্রাণ,
জ্বলি হলো ছাই আঙ্গার সমান,
আছে কি কোথাও জুড়াইতে স্থান,
শ্মশান ভূতল ছাড়ি ।
আছে কি কোথাও এমন দেশ,
যথায় জ্বালার নাহিক লেশ,
কোথাও অসীম নভেরে তারকা,
আছে কি হেন নগরী ॥ ৬ ॥

ইতি ৪র্থ ভাগ সমাপ্ত ।

দ্রষ্টব্য।

চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভা গত দুই বর্ষে নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি প্রচারিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান বর্ষে সভা হইতে সচিত্র-ঋতুপত্রিকা বা দ্বৈমাসিক রহস্য নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র, গত বর্ষে সভা ভারত-সভার আনুকুলার্থে গীতিকবিতা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ দুই শত প্রদান করিয়াছেন এবং তৃতীয় চতুর্থ ভাগও একশত প্রদত্ত হইবে, স্বদেশ প্রিয়গণ সহানুভূতি দর্শাইলে বর্ত্তমান বর্ষে আমরা আরও হিতজনক অনুষ্ঠানে ব্রতী হইব।

১। অকাল উন্নতি ।০ (বঙ্গসমাজের উন্নতি সমালোচনা)
২। বঙ্গবীর চরিত ৵০ (বাঙ্গালীর বাহুবলের দৃষ্টান্ত)
৩। গীতিকবিতা ।০ ১মহইতে ৪র্থভাগ।(ভারতবিলাপ প্রভৃতি)
৪। শুভঙ্করী আর্য্যা ৵০ (বঙ্গীয় বালক বালিকার নিমিত্ত)
৫। চিত্তরঞ্জিনী (বঙ্গমহিলার জীবনী। (বিতরণজন্য)
৬। যৌবন সহচর ৵১০ (শাস্ত্রীয় অপত্যোৎপাদনপদ্ধতি)
(মহাত্মা আলফ্রেড্ ও সক্রেটস্ যন্ত্রস্থ।)

কলিকাতা যোড়াসাঁকো
৮, শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন
চিত্তরঞ্জিনী কার্য্যালয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ।
শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।